আজীবন সদস্য

অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের তরফ থেকে আজীবন সদস্যপদ পেলেন কোচ রবি শাস্ত্রীও।

অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচকদের সমালোচনায় বুকানন, ওয়েড

ব্রিসবেন, ১১ জানুয়ারি ঃ অসি ক্রিকেটের অভ্যন্তরীণ টালমাটাল চলছেই। প্রাক্তন কোচ থেকে বর্তমান ক্রিকেটার সবারই সমালোচনার মুখে পড়ছেন বর্তমান নির্বাচকরা। যেভাবে একাধিক খেলোয়াড়কে দলে সুযোগ দেওয়া ও ছেঁটে ফেলা চলছে, সেটা দেখে বিরক্ত জন বুকানন। আবার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ম্যাথু ওয়েড সম্ভাবনার আলো দেখেও সুযোগ না পেয়ে হতাশ। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সফল প্রাক্তন কোচ জন বুকানন বলেছেন, 'চোটআঘাত থাকলে ও দলের পারফরম্যান্সের উন্নতি করতে হলে দলে বদল দরকার হয়। কিন্তু যেভাবে একের পর এক খেলোয়াড়দের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটা দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। পাশাপাশি নির্বাচন পদ্ধতিটাই সেকেলে। এখন একজন সিলেকশন ম্যানেজার রাখাটা খুব জরুরি। যার কাজই হবে জাতীয় দলে কারা ঢোকার সেরা দাবিদার, তাদের পারফরম্যান্সের উপর নজর রেখে নির্বাচকদের ও কোচকে অবগত করা।' প্রসঙ্গত, ট্রেভর হনস, গ্রেগ চ্যাপেল ও অসি কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের নির্বাচন কমিটির সমালোচনা এর আগে করেছেন একাধিক প্রাক্তন অসি ক্রিকেটার। কিন্তু বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম মুখ খুললেন ম্যাথু ওয়েড। শেফিল্ড শিল্ডে ৬ ইনিংসে ৬৩.৪৪ গড়ে ৫৭১ রান করেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের দলে সুযোগ না পেয়ে হতাশ তিনি। ম্যাথু জানান, 'শেফিল্ডের শেষ ইনিংসের পর ল্যাঙ্গার শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু দলে সুযোগ না পাওয়াটা হতাশাজনক। উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে না দেখে স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে দেখার আর্জি জানাব নির্বাচকদের।' ওয়েডের সমালোচনার পর নির্বাচকদের প্রতিনিধি ট্রেভর হনসের দাবি, তাসমানিয়ার হয়ে ছয় নম্বরে ব্যাট করলেও আমরা টপঅর্ডার ব্যাটসম্যানের বিকল্প দেখছি। যে দাবির পালটা তাসমানিয়ার কোচ অ্যাডাম গ্রিফিথস বলেন, নির্বাচকরা তো কখনও তাদের ভাবনা তাদের জানাননি। তাহলে নিশ্চয়ই ওয়েডকে উপরে ব্যাট করতে পাঠানো হত।

বছরের শেষে কোর্টে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ সানিয়ার

হায়দরাবাদ, ১১ জানুয়ারি ঃ লক্ষ্য ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। সেই পথে এগোতে চলতি বছরের শেষে ফের কোর্টে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন সানিয়া মির্জা। গত অক্টোবরে মা হওয়ার পর আপাতত জিমসেশনে শরীরের বাড়তি ওজন কমানোর কাজটা করছেন তিনি। সানিয়া বলেছেন, 'বাড়তি ওজনটা ঝরিয়ে ফিট হয়ে ওঠার প্রাথমিক কাজটা আপাতত করছি। ফেব্রুয়ারিতে ফিটনেস ট্রেনারের কাছে কাজ করা শুরু করব। চলতি বছরের শেষে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক টেনিস খেলতে কোর্টে ফেরার ইচ্ছা রয়েছে। মাথায় মূল লক্ষ্য ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে খেলা। তাই বছরের শেষে কোর্টে ফেরার লক্ষ্য নিলেও নিজের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চাই না ছেলের কথা ভেবেই।' প্রসঙ্গত, গত বছরের অক্টোবরে মা হয়েছেন সানিয়া মির্জা। শোয়েব মালিক ও সানিয়া পুত্রের নাম রেখেছেন ইজান মির্জা-মালিক। মা হওয়াটা তাঁর জীবনের সবথেকে আনন্দের ও স্মরণীয় অধ্যায় বলে এদিনও জানিয়েছেন সানিয়া। তাই তাড়াহুড়ো না করে মাতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করার পাশাপাশি ফের কোর্টে ফেরার কাজটাও একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে চান ভারতের টেনিস রানি।

চোট পেয়ে বাইরে স্মিথ

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি ঃ কনুইয়ের চোটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে ছিটকে গেলেন অসি তারকা স্টিভেন স্মিথ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে মাত্র দুটি ম্যাচেই ব্যাট হাতে খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভিক্টোরিয়ান্সের হেড কোচ মহম্মদ সাসাউদ্দিন বলেন, 'স্মিথের কনুইয়ে চোট রয়েছে। অনুশীলনে ব্যাট করার সময় ও ব্যথা অনুভব করে। ইতিমধ্যেই ওঁর চোটের জায়গায় এমআরআই করা হয়েছে। চোট থেকে দ্রুত সেরে উঠতে ও অস্ট্রেলিয়ায় ফিরছে।' কুমিল্লার হয়ে প্রথম দুটি ম্যাচে খেললেও ব্যাট হাতে নজর কাড়তে পারেননি স্মিথ। প্রথম ম্যাচে ১৩ রান করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন তিনি।

হার্দিক-বিতর্কে সুর কাটল ভারতের

বিশ্বকাপের ফাইনাল টাচ সিডনিতেই শুরু

সিডনি, ১১ জানুয়ারি ঃ বিশ্বকাপের বছর।

৩০ মে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বের সেরা দলগুলি মুখোমুখি হবে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে। হাতে মেরেকেটে মাস পাঁচেক। হাতে ১৩টি ম্যাচ। তেরোর গেরোতেই ফাইনাল প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার পালা। ঐতিহাসিক সিডনিতে আগামীকাল যার শুভ সূচনা মেন ইন ব্লু-র। আত্মবিশ্বাসী বিরাট কোহলিদের প্রতিপক্ষ যেখানে নড়বড়ে অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। শাস্ত্রী-বিরাটদের পাখির চোখ তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ ঘরে তোলা। টিম মোটামুটি তৈরি। দু-একটা ফাঁকফোকর পূরণ করে নিতে হবে। শনিবাসরীয় সিডনিতে শুরু ওডিআই সিরিজে সেই কাজটাই এগিয়ে রাখার সুযোগ বিরাট-রবি শাস্ত্রীদের।

অস্ট্রেলিয়া অপরদিকে ২০১৫-র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সেরা আসরে সবচেয়ে সফল দলও তারা। খেতাব ধরে রাখার জন্য নামবে ক্যাঙারুরা। যদিও আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে। ২০১৭-র পর ২১টি ওডিআই ম্যাচ খেলে জয় মাত্র তিনটিতে। এরমধ্যে অ্যাসেজ প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের হাতে ০-৫ হোয়াইটওয়াশও রয়েছে। নামতে নামতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা আপাতত র‍্যাংকিংয়ের ছয় নম্বরে। ভারত সেখানে দুই নম্বরে, শীর্ষে থাকা ইংল্যান্ডের ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলছে।

ধারে ভারে, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দুই দল ভিন্ন মেরুতে। ধারাবাহিক সাফল্যে ভারত যখন বিশ্বকাপের আগে শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত, তখন রীতিমতো অগোছালো অসিরা। স্মিথ-ওয়ার্নারদের অভাব দলের পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করেছে ভীষণভাবে। নির্বাচকরা মরিয়া দুই নির্বাসিত-র কামব্যাকের জন্য। কিন্তু সমস্যার লম্বা তালিকাটা মেটানো সহজ নয়, তা অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ যতই দল, সতীর্থদের উপর আস্থা দেখাক।

নজরে পরিসংখ্যান

সিডনিতে ১৬টি ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ১৩টি ও ভারত ২টি ম্যাচ জিতেছে।

২০১৬-র গত সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩১ রান তাড়া করে ম্যাচ জেতে বিরাটরা। ১০৪ রান করে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন মণীশ পান্ডে।

৫০০০ ওডিআই রান করতে শিখর ধাওয়ানের দরকার আর ৬৫ রান। রবীন্দ্র জাদেজার দুই হাজারের মাইলফলকে পা রাখতে দরকার ১৮।

শনিবাসরীয় সিডনি ম্যাচ, আসন্ন সিরিজে কয়েক কদম এগিয়ে নামবে ভারত। বিরাট, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান-বিশ্বসেরা টপ থ্রি। চার নম্বরে আম্বাতি রায়াডু ক্রমশ থিতু হচ্ছেন। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি সহ ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। পাঁচে সম্ভবত ধোনিকে রেখে মাঝে জোড়া অলরাউন্ডার। ভারতীয় দলের ফুরফুরে মেজাজে সুর কাটছে হার্দিক-বিতর্ক। যার জের টিম কম্বিনেশনে। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত 'নির্বাসিত' হার্দিক ও লোকেশ। কালকের সিডনি-ডুয়েলেই শুধু নয়, বাকি সিরিজ খেলা হচ্ছে না হার্দিকের। তদন্তের স্বার্থে দুজনকে ফেরানো হচ্ছে বলে খবর।

হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে টিম কম্বিনেশনই বদলে যাবে। অলরাউন্ডার কোটায় হার্দিকের জায়গায় প্রথম এগারোয় চলে আসবেন রবীন্দ্র জাদেজা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট সেই সম্ভাবনার কথাও জানিয়ে রেখেছেন। বিরাট যখন বলেছিলেন, তখনও চিত্রটা পরিষ্কার ছিল না। সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত সিওএ-র চেয়ারম্যান বিনোদ রাই নির্বাসনের কথা ঘোষণার পর হার্দিক-লোকেশ রাহুল আপাতত 'বাতিলের' দলে। ফলে জাদেজা দলে ঢুকছেন এবং কুলদীপের সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনারের দায়িত্বটা সামলে দেবেন। ব্যাকআপ স্পিনার কেদার যাদব। যুযবেন্দ্র চাহালকে বসিয়ে ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সামির সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে সম্ভবত ঢুকছেন খলিল আহমেদ। প্রস্তুতি পর্বে হার্দিককে নিয়ে দড়ি টানাটানি নিঃসন্দেহে বড়ো ধাক্কা।

ব্যর্থতার ঢাকা ঘোরাতে ক্যাঙারুদের পোশাকে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ১৯৮৭-র বিশ্বকাপ জয়ী অসি দলের পুরোনো জার্সি পরে খেলতে দেখা যাবে ফিঞ্চদের। ১৯৮৬-তে অ্যালান বর্ডারের দল প্রথমবার ওই জার্সি পরে নেমেছিল। পরের বছর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপও জেতে সেই জার্সিতে। এবার দেখার ফিঞ্চদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি, চলতি ব্যাড প্যাচ কাটিয়ে উঠতে জার্সি-মাহাত্ম্য কোনো ফ্যাক্টর হয় কিনা? টেস্ট সিরিজের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশাও থাকছে ফিঞ্চদের উপর। যদিও বাস্তব হল, সাদা বলের ফর্মাটে ব্যর্থ ফিঞ্চ, উসমান খোয়াজা, শন মার্শ, হ্যান্ডসকম্বরাই সামলাবেন ব্যাটিংয়ের ভার! মনস্তাত্ত্বিক অ্যাডভান্টেজটা নিশ্চিতভাবে থাকবে সামিদের জন্য। টেস্টে সুযোগ না পাওয়া ভুবনেশ্বর মুখিয়ে থাকবেন তার অস্ত্র নিয়ে। দীর্ঘ আট বছর পর মধ্য তিরিশের সিডল বল হাতে কতটা চমক দেখান, অপেক্ষা থাকবে।

বিশ্বকাপ ভাবনার আবহে সিরিজ শুরুর আগে অ্যাডভান্টেজ ভারত। বাইশ গজি ডুয়েলে-ছবিটা মেলানোর পালা বিরাট-শিখর-রোহিতদের।

অধিনায়ক-উবাচ

বিশ্বকাপের আগে বেশ কিছু ম্যাচ ও সময় পাচ্ছি আমরা। আশাবাদী, তার আগে সঠিক ভারসাম্যের সঙ্গে যথাযথ টিম কম্বিনেশন পেয়ে যাব আমরা।
-অ্যারন ফিঞ্চ

ভুবনেশ্বর কুমার, জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া বাকি পেস ব্রিগেডকে দেখে নিতে হবে। এই সিরিজ ওদের জন্য খুব ভালো সুযোগ। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আদর্শ মঞ্চ।
-বিরাট কোহলি

সম্ভাব্য ভারতীয় একাদশ

বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, আম্বাতি রায়াডু, মহেন্দ্র সিং ধোনি (উইকেটকিপার), কেদার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, খলিল আহমেদ, মহম্মদ সামি।

অস্ট্রেলিয়া একাদশ

অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, উসমান খোয়াজা, শন মার্শ, পিটার হ্যান্ডসকম্ব, মার্কাস স্টোয়িনিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পিটার সিডল, ঝে রিচার্ডসন, নাথান লায়োন, জেসন বেহরেনড্রফ।

পিচ ও পরিস্থিতি

পাটা পিচ। হাইস্কোরিং ম্যাচের সম্ভাবনা। হালকা ঘাস রয়েছে। টেস্ট ও গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। ম্যাচের দিন শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। গরম ও ঝলমলে আকাশ থাকবে।

হ্যাপি বার্থডে রাহুল দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি ঃ বয়স বাড়ল দেয়ালের। শুক্রবার ৪৬-এ পা দিলেন রাহুল দ্রাবিড়। কিছুদিন আগে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ ব্যাটসম্যান হিসেবেও ভারতকে অনেক স্মরণীয় জয় এনে দিয়েছিলেন। ২০০৩ অ্যাডিলেড টেস্ট, ২০০৪ সালে পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ জয়, ২০০৭ সালে অধিনায়ক হিসেবে ইংল্যান্ডের মাটিতে ১-০ ফলে সিরিজ জয়। ১৬৪ টেস্টে ৩৬ শতরান সহ ১৩২৮৮ রান করা রাহুলকে 'দ্য ওয়াল' বলেও ডাকা হয়। টেস্ট ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং ও জ্যাক কালিসের পরই সর্বকালের চতুর্থ সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী রাহুল দ্রাবিড়। সম্প্রতি আইসিসি-র হল অফ ফেমে যুক্ত হওয়া দ্রাবিড়ের ৩৪৪ ওডিআইতেও ১০৮৯৯ রান আছে। এই প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানের জন্মদিনে শুভেচ্ছার ঢল নামে।

শুভেচ্ছাবার্তা

বীরেন্দ্র শেহবাগ ঃ দেয়ালেরও কান থাকে, এই দেয়ালের তো দারুণ একটা মনও রয়েছে। তোমার সঙ্গে খেলাটা সত্যিই আনন্দের ছিল। অনেক স্মরণীয় স্মৃতি রয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়, জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা রইল।

শচীন তেন্ডুলকার ঃ রাহুল দ্রাবিড় জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা রইল। আশা রাখি, দারুণ একটা বছর কাটুক।

ভিভিএস লক্ষ্মণ ঃ বন্ধু রাহুল, অনেক শুভেচ্ছা রইল। ভারতীয় ক্রিকেট ও পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ প্রতিভাদের এভাবেই সাহায্য করতে থাকো। খুব ভালো ও আনন্দে থেকো।

ধোনি বন্দনায় অসি ক্রিকেটাররা

সিডনি, ১১ জানুয়ারি ঃ রোহিত শর্মার পথে এবার টিম পেন, প্যাট কামিন্সরা। ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসায় মাতলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি ব্যাট হাতে সেভাবে ছন্দে না থাকলেও নির্ধারিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত নামলেই প্রচারের আলো ধোনির উপরে প্রবলভাবেই থাকে। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক টিম বলেছিলেন, 'সাদা বলের ক্রিকেট যারা খেলেছেন, তাদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ধোনি। সম্ভবত শেষবারের মতো ওকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে দেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সমর্থকরা চেটেপুটে উপভোগ করবে। রানের দিক থেকে কিছুটা খারাপ ছন্দ গেলেও ও দলে থাকা মানেই ভারতের অ্যাডভান্টেজ। যাক ওর বিরুদ্ধে খেলতে হবে, এই ভেবে খুশি হচ্ছি।' ধোনির সম্পর্কে ঠিক কী ভালোবাসেন, সেটা ভেঙেও পেন জানান, 'মাঝেমধ্যে ক্রিকেটটা জটিল হয়ে যায়। কিন্তু তার মাঝেও ব্যাটিং, উইকেটকিপিং বা অধিনায়কত্ব সবকিছুতেই ঠান্ডা মাথায় একদম প্রাথমিক দিকগুলো ঠিকমতো করে ও। এই বয়সেও প্রত্যাশার এমন চাপ নিয়েও ক্রিকেটকে ভালোবেসে খেলে যাওয়াটাও কম কথা নয়। মাঠের মধ্যে ও বাইরে প্রবল চাপের মাঝেও টানা এভাবে ক্রমাগত খেলাটাই ওকে অন্যতম সেরা করে তুলেছে।' অসি পেসার প্যাট কামিন্সও ধোনি-মুগ্ধতা নিয়ে বলেছেন, 'অসম্ভব সব পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে দেখিয়েছে ও (ধোনি)। ব্যাটিং বা অধিনায়কত্বের সময় সবসময় ওকে দেখে মনে হয়, কোনো পরিস্থিতিই চাপ তৈরি করতে পারে না ওর উপর। আর তার মাঝেই হঠাৎ ঝুলি থেকে সব দুরন্ত জিনিস সামনে বের করে আনে।' ধোনির সঙ্গে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টে খেলা ওসমান খোয়াজা বলছিলেন, 'যেটা সামলানো সম্ভব, শুধু সেগুলোর দিকেই মনঃসংযোগ করে ধোনি। বাকি ওর হাতে যেগুলো নেই, সেসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে দেখিনি। আর ধোনির ক্রিকেটবোধ সত্যি দুরন্ত। দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারের চড়াই উতরাই থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলোর জেরেই মনে হয় এমনটা হতে পেরেছে ও।'

তুরুপের তাস অলরাউন্ডার জাদেজা

অবসরের পর টি২০ লিগে খেলা চালাতে নারাজ বিরাট

সিডনি, ১১ জানুয়ারি ঃ দ্রুত অবসর নিয়ে টি২০ লিগের স্রোতে গা ভাসানো। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, এবি ডিভিলিয়ার্সদের যে তালিকায় নিজেকে দেখতে রাজি নন বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়কের মতে, পুরো এনার্জিটুকু দিতে চান দেশের হয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আর খেলার মতো এনার্জি থাকবে না। অবসরের পর তাই বিশ্বব্যাপী ঘরোয়া লিগগুলিতে খেলার কথা কোনোভাবেই তাঁর পরিকল্পনায় নেই।

অস্ট্রেলিয়ার টি২০ লিগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলার অনুমতি দেয় না বিসিসিআই। যার প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন উড়ে এসেছিল, অবসরের পর কি আপনি বিগব্যাশে খেলবেন? ঐতিহ্যের সিডনিতে বসে যে প্রশ্নের জবাবে বিরাট বলেন, 'যেদিন খেলার এনার্জি থাকবে না, সেদিনই অবসর নেব। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর পর নতুন করে খেলার মতো শক্তি বোধহয় আমার থাকবে না। তাই একবার অবসর নিয়ে ফেললে, ব্যাট হাতে মাঠে ফেরার কোনো পরিকল্পনা নেই আমার। আর বিগ ব্যাশ নিয়ে ভবিষ্যতে অবস্থানের (বোর্ডের) কোনো পরিবর্তন হবে কিনা জানি না। তবে আমি যতদিন ফিট আছি চুটিয়ে খেলতে চাই। গত পাঁচ বছরে প্রচুর খেলেওছি। আর অবসরের পর কী করব, এখনই বলা কঠিন। তবে অবসরের নিলে, সেই সিদ্ধান্তেই অটল থাকব।'

হার্দিকের অনুপস্থিতিতে অলরাউন্ডার জাদেজাকে তুরুপের তাস হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্পিন বোলিংয়ের পাশাপাশি জাদেজার ব্যাটের উপর আস্থা রেখে বিরাট বলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমরা রিস্ট ও ফিঙ্গার স্পিনারের জুটি নিয়ে খেলেছিলাম। প্রয়োজন পড়লে তা করাই যেতে পারে। আর দলে রবীন্দ্র জাদেজার মতো একজন রয়েছে, যে অলরাউন্ডারের দায়িত্বটাও পালন করতে সক্ষম। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে (হার্দিকের অনুপস্থিতি) দলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না আমি। আমাদের হাতে একাধিক বিকল্প রয়েছে, যারা ব্যাটে-বলে দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ। ফলে টিম কম্বিনেশন বদলাতে খুব বেশি সমস্যা হবে বলে মনে করি না আমি। পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনো কম্বিনেশনেই আমরা স্বচ্ছন্দ।'

সামনেই বিশ্বকাপ। হাতে খুব বেশি ম্যাচ নেই। এহেন পরিস্থিতিতে দল যেখানে দাঁড়িয়ে তাতে খুশি বিরাট। বলেন, 'বাস্তব হল বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি ম্যাচ আমাদের হাতে নেই। বর্তমান দলটাই কার্যত বিশ্বকাপে খেলবে। জসপ্রীত অবশ্য এখানে নেই। অত্যধিক পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বিশ্রাম, ফিটনেস, ফর্মের মতো ফ্যাক্টরগুলি থাকছে। বিশ্বকাপ দল নির্বাচনে সেগুলিও মাপকাঠি। দু-একটা জায়গায় হেরফের হতে পারে। তবে বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দলে অযথা কাটাছেঁড়ার পক্ষপাতী নই আমি।' বুমরাহ-র অনুপস্থিতিতে পেস ব্রিগেডের ভার ভুবনেশ্বর, মহম্মদ সামির উপর। তৃতীয় পেসার হিসেবে কাল খলিল আহমেদকে দেখা যেতে পারে কাল। পেস ব্রিগেড নিয়ে বিরাট আরও বলেন, 'ভুবনেশ্বর কামব্যাক করছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকব। টেস্ট সিরিজের সময় নেটে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। খলিলও প্রাপ্য সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। নতুন বলে ব্রেক থ্রু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে সামি। বিশ্বকাপ দলে নিজেদের জায়গা পাকা করার সুযোগ ওদের কাছে। এমনকি সিরাজের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।' নবাগত খলিলও মুখিয়ে রয়েছেন সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য। বলেন, 'টি২০ সিরিজ খেলার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত ছিল। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলা। এবার ওডিআই সিরিজ। আমি প্রস্তুত। লক্ষ্য থাকবে দলকে যত বেশি সম্ভব উইকেট উপহার দিতে। বিরাটের মতো অধিনায়ক রয়েছে, যে আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। ইতিমধ্যেই টেস্ট সিরিজ জিতেছি। মূল লক্ষ্যটা পূরণ। আশাবাদী, আগামী দিনে এরকম অনেক সাফল্য আসবে। আমি নিশ্চিত ওডিআই সিরিজও জিতব।'

প্রাচীর ভেঙে জয় মণি-রিয়াদের

সন্দীপ সুর ● কলকাতা

১১ জানুয়ারি ঃ বাধার প্রাচীর ভেঙে ফুটবলের মঞ্চে মুক্তির জয়গান জঙ্গলমহলের তরুণীদের। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম দুমদুমিতে যেখানে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পা রাখাই চ্যালেঞ্জ ফুটবল তো আকাশ কুসুম কল্পনা। কিন্তু অসম্ভবকেই বাস্তব করেছেন গ্রামেরই গৃহবধূ ভারতী মুদি। ২০০৮ সালে দুমদুমিসহ আশেপাশের মাওবাদী প্রভাবিত বেশ কয়েকটি গ্রামের মেয়েদের নিয়ে একটি ফুটবল দল তৈরি করেন ভারতী। জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে শুক্রবার থেকে শুরু আইএফএ-র মহিলা লিগেও অংশ নিয়েছে দুমদুমি আদিবাসী তরুণী বর্জেন সংঘ। প্রথম ম্যাচে আধুনিক পরিকাঠামোতে গড়ে ওঠা কলকাতার সেবায়নী সংঘকে ১৪ গোল দিয়ে স্বপ্নের যাত্রা শুরু রিয়া দুলে-মণি সোরেনদের। শুরুতে কয়েকজন মেয়েকে নিয়েই শুরু করেন অনুশীলন। আর্থিক সামর্থ্য বেশি না থাকায় ভালো কোচ নিয়োগ করতে পারেননি, তাই শুক্রবার দুপুরে লিগের প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল মাঠে শাড়ি পড়েই কোচের ভূমিকায় দেখা গেল ভারতীকে। ভোর সাড়ে চারটের ট্রেন ধরে খেলতে আসতে হয়েছে তাঁদের, ম্যাচ খেলে গ্রামে ফিরতে রাত বারোটা পেরিয়ে যাবে। দুমদুমির মতো জায়গা থেকে কলকাতায় মহিলা লিগে অংশ নেওয়ার কাহিনি উঠে এল ভারতীর কথায়, 'আমাদের গ্রামের মেয়েরা ফুটবল খেলবে ভাবাই যেত না। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না এই ভয়ে কারোর মা-বাবাই মাঠে আসতে দিত না। কিন্তু দু-একজন আসতে শুরু করায় অন্যান্য মেয়েদেরও আগ্রহ বাড়ে। তারাও আমার দলে যোগ দেয়। এরপর আমার আশে পাশের গ্রামে গিয়েও খেলায় আগ্রহী মেয়েদের অভিবাবকদের বুঝিয়ে দলে নিয়ে আসি।' কঠিন এই কাজে স্ত্রীর পাশে থেকেছেন স্বামী শক্তিপদ মুদি। মূলত তাঁর রোজগারের টাকাই দলের একমাত্র ভরসা। একজন মহিলার এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানালেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার শান্তি মল্লিকও।

ভারতী মুদির প্রশিক্ষণে তৈরি হচ্ছেন জঙ্গলমহলের তরুণীরা। ছবি ঃ প্রতিবেদক

কুড়ির ক্রিকেটে জয় কিউয়িদের

অকল্যান্ড, ১১ জানুয়ারি ঃ একমাত্র টি২০ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩৫ রানে জয় পেল নিউজিল্যান্ড। ইডেন পার্কে প্রথমে নিউজিল্যান্ডের ৫৫ রানে ৫ উইকেট ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিল লঙ্কা শিবির। যদিও রস টেলর (৩৩), ডাগ ব্রেসওয়েল (৪৪) ও অভিষেককারী স্কট কুগেলিনের (অপরাজিত ৩৫) সুবাদে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে কিউয়িরা। জবাবে ১৪৪ রানে থেমে যায় শ্রীলঙ্কা। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন সদস্য পেসার লোকি ফার্গুসন (৩/২১) ও স্পিনার ইশ সোধির (৩/৩০) দাপটে জয় নিশ্চিত করে নিউজিল্যান্ড। কিউয়ি অধিনায়ক টিম সাউদি প্রশংসা করেছেন ব্রেসওয়েল ও কুগেলিনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের। দুজনই একটি করে উইকেট নেন। ডাগ ব্রেসওয়েল ২৬ বলে ১টি চার ও ৫টি চারের সুবাদে ৪৪ রানের ইনিংস খেলায় ম্যাচের সেরার পুরস্কার জিতে নেন।